রামানুজের মতে জীব (জীবাত্মা)

সংসারদশায় জীবের লক্ষ্য দুটি - পূর্বকর্মের ফলভোগ ও মোক্ষলাভ। এ দুটি লক্ষ্যই জীবের সংসারদশায় প্রযোজক। রামানুজ বলেন, জীব (জীবাত্মা) ব্রহ্মের অংশ চিৎ সম্ভূত। ব্রহ্মের অংশ জীব চৈতন্যস্বরূপ ও চৈতন্যবিশিষ্ট। চৈতন্যই জ্ঞান। দুটি লক্ষ্য সাধনের জন্য জড়প্রকৃতির কার্য কায়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে, জীব সংসারে আসে। ব্রহ্মের প্রকার (গুণ) জীব - চৈতন্য-জ্যোতির নিত্য-আধার, উৎপত্তি ও বিনাশরহিত।

সংসারদশায়, স্বকর্ম অনুসারে, জীব কায়লাভ করে। প্রলয় কিংবা মোক্ষদশায়, সে স্বরূপে স্থিত থাকে। তবে, প্রলয়দশায়, জীব পূর্বকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে। পরবর্তী সৃষ্টিতে, কর্মফলভোগের জন্য, স্বকর্ম অনুসারে জীব যোগ্যকায় লাভ করে। একেই জীবের 'জন্ম' বলা হয়। কর্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ অনাদি। মোক্ষদশায়, সকল কর্ম থেকে বিযুক্ত হয়ে, জীবশুদ্ধস্বরূপে প্রকাশ পায়। মুক্ত-জীব কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত। কায়বিশিষ্ট হয়ে, তাকে সংসারদশায় ফিরে আসতে হয় না। স্বরূপত জীব নিত্য, পরমসৎ, অনন্য অনন্ত প্রভৃতি হলেও, সংসারদশায় সীমিত ও অপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়।

জীব আকারের দিক থেকে অণু-পরিমাণ। অণু-পরিমাণ হয়েও সে চৈতন্যজ্যোতির নিত্য আধার। সাংসারিক অপূর্ণতা ও দুঃখ জীবের স্বরূপকে স্পর্শ করতে পারে না। নানা জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহের মধ্যেও জীব স্বরূপত অভিন্নই থাকে। সংসারদশায়, জীব যে কায়, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সাথে যুক্ত থাকে, তার থেকে স্বরূপত সে ভিন্ন। অবিদ্যা ও কর্মের প্রভাবে জীব নিজেকে স্বভিন্ন কায় প্রভৃতির সাথে অভিন্ন করে দেখে। জীব সংখ্যায় অগণিত হলেও, স্বরূপত পরস্পরসদৃশ।

জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব জীবের যথাধর্ম। তা না হলে, শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধসমূহ ব্যর্থ হয়। জীব-জ্ঞান প্রভৃতি ক্রিয়ার সম্পাদক। সংসারদশায়, কায় প্রভৃতির চালক জীব অ-কর্তা, অ-জ্ঞাতা কিংবা অ-ভোক্তা হতে পারে না। জীব নিষ্ক্রিয় নয়। কর্মের নিয়ম অনুসারে, কর্মকর্তারূপে জীব কর্মফলভোগী হয়। জীবের জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি অযথার্থ হলে, কর্মের নিয়ম ব্যর্থ হয়। রামানুজ বলেন, কর্ম ও ভোগ, জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ। জীবের জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হলে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বও সিদ্ধ হয়।

রামানুজের মতে জীব জ্ঞানস্বরূপ হয়েও, জ্ঞাতা। জ্ঞানবিশিষ্টই জ্ঞাতা(জ্ঞানবান)। জ্ঞান, জীবের স্বরূপ ও ধর্ম(গুণ) দুই-ই। জীব স্বসংবিৎ ও স্বপ্রকাশ দ্রব্য। স্বভিন্ন-জ্ঞান নিরপেক্ষভাবেই জীব নিজেকে প্রকাশ করে। তাই সে স্বপ্রকাশ। অন্য-নিরপেক্ষভাবে নিজেকে 'জানে' বলে, জীব স্বয়ংবিৎ। রামানুজ বলেন, যে জ্ঞান জীবের গুণ, তাকে 'ধর্মভূত জ্ঞান' বলে। জীবের স্বরূপ যে জ্ঞান, তাকে ধর্মীভূত জ্ঞান' বলা হয়। ধর্মভূত জ্ঞানেরই সংকোচন প্রসারণ সম্ভব। ধর্মভূত জ্ঞানের সাহায্যে জীব বিষয়কে 'জানে'। এই জ্ঞান একই সঙ্গে জীবের(জ্ঞাতার) কাছে বিষয়কে ও নিজেকে 'প্রকাশ' করে। জীব জ্ঞানের আশ্রয়। জীব, জ্ঞান ও বিষয়কে 'জানতে পারে'। জীবস্বার্থেই জ্ঞানসত্তা। জ্ঞান নিজেকে ও বিষয়কে 'প্রকাশ' করলেও (নিজেকে ও বিষয়কে) 'জানতে' পারেনা। জীব নিজেকে প্রকাশ করতে পারলেও বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু সে নিজেকে ও বিষয়কে জানতে পারে। বিষয়প্রকাশকজ্ঞান, জীবের আকস্মিকগুণ নয়। জ্ঞান জীবের স্বরূপ।

আবার জীব জ্ঞানের নিত্য আশ্রয়ও বটে। সকল অবস্থাতেই এমনকি সুসুপ্তি ও মোক্ষ অবস্থায়ও জীব জ্ঞানবান ও জ্ঞানস্বরূপ। তবে সুসুপ্তি ও মোক্ষ অবস্থায়, জীবের কাছে বিষয় উপস্থাপিত হয় না। তাই তখন বিষয়প্রকাশরূপে জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। জ্ঞান স্বরূপত অসীম ও বিভু। কিন্তু বন্ধন(সংসার) দশায় জীবের জ্ঞান, কর্ম দ্বারা ব্যাহত হয়। তাই এই জ্ঞান অপূর্ণ ও সীমিতভাবে কাজ করে। মুক্ত জীব কর্মের বন্ধনমুক্ত। তাই, তার জ্ঞানের আবাধ বিকাশ ঘটে। মুক্ত জীবের জ্ঞান (ধর্মভূত) স্বরূপে স্থিত হয়। তখন এই জ্ঞান সর্ব-বিষয়ক হয়। অণু-পরিমাণ জীব সর্বজ্ঞ হয়। জ্ঞানের মতো আনন্দও জীবের স্বরূপ ও গুণ দু-ই। মুক্ত জীব পূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। মুক্ত জীবই ‘বিশুদ্ধ অহং’। ‘সংসারী অহং (অহংকার) ও ‘বিশুদ্ধ অহং’ ভিন্ন। ‘কায়’ প্রভৃতি অনাত্মার সঙ্গে, জীবের যথার্থস্বরূপের ভ্রান্ত অভেদই ‘সংসারী-অহং’ এর কারণ।

জীব পরমসৎ হলেও, অন্যনিরপেক্ষ-সৎ নয়। সর্বতোভাবেই সে ব্রহ্ম (ঈশ্বর) সাপেক্ষ। জীব-নিয়ন্ত্রিত ও ধার্য। ব্রহ্ম জীবের নিয়ন্তা ও ধার্তা। জীব-অংশ, কায়, প্রকার, বিশেষণ, ধর্ম, গুণ, শেষ প্রভৃতি। ব্রহ্ম জীবের অংশী, আত্মা, প্রকারী, বিশেষ্য, ধর্মী, গুণী শেষী প্রভৃতি। জীবের কর্মজনিত অপূর্ণতা, দোষ ও দুঃখ, ব্রহ্মকে স্পর্শ করেনা। রামানুজ, ব্রহ্মের পূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে জীবের স্বাধীন ইচ্ছার সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। ব্রহ্ম জীবের কর্মাধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা। তবুও জীবের স্বাধীন ইচ্ছা মিথ্যা নয়। ব্রহ্ম স্বনিয়ন্তা। কিন্তু জীবের স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন না।

নিত্য ব্রহ্মের অপৃথসিদ্ধ অংশ চিৎ থেকে প্রসূত কার্য ‘জীব নিত্য’। অবিদ্যার প্রভাবে জড়-প্রকৃতির কার্য ‘কায়’ প্রভৃতির ধর্ম, - জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক প্রভৃতিকে জীবেরই ধর্ম মনে করা হয়। রামানুজ সৎকার্যবাদী। তাঁর মতে, ব্রহ্মের ‘কার্য’ হয়েও জীব নিত্য। ব্রহ্ম, সৃষ্টির উপাদান কারণ। সৃষ্টির পূর্বে, ব্রহ্মের অংশ চিৎ-এ, জীব কায়হীন রূপে বিলীন থাকে। সৃষ্টিকালে, ব্রহ্মের অংশ, চিৎ ও অচিৎ প্রপঞ্চিত হয়ে, জীব (ও জগৎ) রূপে পরিণত হয়। ব্রহ্মের এই পরিণাম সত্য। প্রলয়কালে ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ গুণ রূপেই জীব ও জগৎ বর্তমান থাকে।

জীব তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ নিত্য-মুক্ত, মুক্ত ও বদ্ধ। ‘নিত্য-মুক্ত’ জীব কখনও বদ্ধ নয়। ‘প্রকৃতির বন্ধন’ থেকে সে নিত্য-মুক্ত। এই জীব বিষ্ণুর পাদপদ্ম-সেবায় নিয়োজিত হয়ে, বৈকুণ্ঠে বাস করেন। ‘মুক্ত-জীব’ একদা অতীতে বদ্ধ থাকলেও জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সাহায্যে মুক্ত হন। ‘বদ্ধ জীব’ অবিদ্যা ও কর্মের প্রভাবে সংসার চক্রে আবর্তিত হয়। বদ্ধজীব চার প্রকার ঃ অতিমানব, মানব, পশু ও স্থাবর।

বদ্ধজীবের পাঁচটি অবস্থা ঃ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মরণ। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব থাকে। জাগ্রত অবস্থার মতো স্বপ্নাবস্থায় জীব নানা বিষয় জানে, বহু কর্ম করে ও ভোগে লিপ্ত থাকে। 'আমি এতক্ষণ সুখে ঘুমিয়েছিলাম এবং কিছুই জানি নি' - সুষুপ্তির পর জীবের এই জ্ঞান হয়ে থাকে। এই জ্ঞান প্রমাণ করে, সুষুপ্তি অবস্থায়ও জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব থাকে। তাই তখন কোনো বিষয় উপস্থাপিত হয় না বলে জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের প্রকাশ দেখা যায় না। বদ্ধজীবের তিনটি অদৃষ্ট ঃ স্বর্গ, নরক ও মোক্ষ। বদ্ধ জীবকে অন্যভাবে দুভাগে ভাগ করা হয় ঃ কর্মী ও জ্ঞানী। কর্মী জীব দুই শ্রেণীর ঃ পুণ্যাত্মা ও পাপী। শাস্ত্রবিহিত ইষ্টকর্মের অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ অনিষ্টকর্ম বর্জনের দ্বারা পুণ্যাত্মাগণ মোক্ষলাভ করেন। পাপীগণ নিষিদ্ধকর্ম অনুষ্ঠান ও বিহিতকর্ম বর্জন করে, মৃত্যুর পর নরকে গিয়ে, পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে। জ্ঞানী বদ্ধজীব, জ্ঞান ও উপাসনার সাহায্যে মুক্তিলাভ করে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ